দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 10 FEB 1998 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২ ......

'বাংলাদেশের বই ১৯৯৮' প্রসঙ্গে

সুব্রত কুমার দাস

যেকোন ভাষার জন্যেই এতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ অত্যন্ত মূল্যবান। আকর গ্রন্থ যেমন বিশ্বকোষ, অভিধান, গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সে মর্যাদা আরও বেশি। বিশ্বকোষ এবং অভিধান ইতোমধ্যে আমরা পেলেও বাংলাদেশে প্রকাশিত সকল গ্রন্থের তালিকা জাতীয় একটি গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল দীর্ঘদিন। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র 'বাংলাদেশের বই ১৯৯৮' সে প্রয়োজনকে মিটিয়েছেন এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি অভূতপূর্ব ভূমিকা রেখেছেন।

প্রকৃতপক্ষে বইটি চতুর্থ ঢাকা বইমেলা (১৭ ডিসেম্বর –২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭) উপলক্ষে প্রকাশিত। অনুরূপ পরিকল্পনার একটি গ্রন্থ এক বছর আগেও তারা প্রকাশ করেছিলেন এবং 'অনভিজ্ঞতার কারণে এবং দ্রুততম সময়ে কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনে প্রথম প্রকাশনায় কিছু ভুল–ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল' বলে বর্তমান গ্রন্থপঞ্জিটিকে আমরা অনেক বেশি উপযোগী, ত্রুটিমুক্ত এবং তথ্যনির্ভর আশা করেছিলাম।

বারো হাজারেরও বেশি গ্রন্থের তালিকাসমৃদ্ধ এই বই সম্পর্কে মন্তব্য করতে যাওয়ার আগে বলা দরকার কম্পিউটার প্রযুক্তির বিকাশের কারণে এ জাতীয় আকর গ্রন্থের প্রকাশনায় শ্রমের প্রয়োজন বেশ কমে গিয়েছে এবং অধিক ত্রুটিমুক্ত রাখা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু একটি কম্পিউটার কোন অর্থে বই রচনা করে না, করে মানুষ তাই কম্পিউটার ডিস্কে সেটিকে বিন্যাস করার পর যথাসম্ভব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এটাকে মিলিয়ে দেখা দরকার। তা না করা হলে কম্পিউটার প্রযুক্তি ছাড়া একটি গ্রন্থের প্রকাশে যতটুকু ভুলের সম্ভাবনা থাকে সে প্রযুক্তি গ্রহণ করে ভুলের পরিমাণ শত গুণ হয়ে যেতে পারে।

পরিচালক বলেছেন '–এই প্রকাশনার মূল লক্ষ্য যে বাংলাদেশে লভ্য বইয়ের সংখ্যা কতো; কোন কোন বিষয়ে কত বই প্রকাশিত হয়েছে; প্রকাশকের সংখ্যা; সর্বোপরি গ্রন্থজগতের সার্বিক প্রকাশনা শিল্পের অবস্থান কোথায়' ইত্যাদি। 'লভ্য' অর্থে বাংলাদেশের বাজারে বর্তমানে লভ্য', 'কত বই প্রকাশিত হয়েছে' অর্থে এ যাবৎ বা স্বাধীনতা–পরবর্তীকালে কত বই প্রকাশিত হয়েছে' 'সার্বিক প্রকাশনা শিল্পের অবস্থান' অর্থ 'শ্রেষ্ঠ প্রকাশনার অবশ্যভুক্তি' ইত্যাদি কোনভাবেই এ বইটিকে গ্রহণ করা যাচ্ছে বলে মনে হয় না। তালিকা বিন্যস্ত দু'ভাবে– গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক ও লেখকের নামের বর্ণানুক্রমিক। গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থতালিকার শেষ তথ্য 'বিষয়'। যদিও সেটিকে ব্যাখ্যা করে দেয়ার দরকার ছিল 'তথ্য নির্দেশিকা'য়। ইতিহাস বা মুক্তিযুদ্ধ, প্রবন্ধ বা রাজনীতি, প্রবন্ধ মুক্তিযুদ্ধ বা ইতিহাস–মুক্তিযুদ্ধ বিষয়'–এর এসব শ্রেণীকরণ ব্যাঘাত না হলে পাঠক–গবেষক অসুবিধেয় পড়েন। তাই 'মডার্ন কাটিং ও সেলাই শিক্ষা' কে শিক্ষা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিক্ষা' গ্রন্থটিকে প্রবন্ধ বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হলে বড্ড হাস্যকর লাগে। লেখক–ক্রমের তালিকায় লেখকের নামের নিচে রয়েছে কিছু বই এবং প্রকাশকের নাম। অথচ সময়ানুক্রমিক হওয়া দরকার ছিল এ তালিকা ভীষণভাবেই।' সংস্করণ সংখ্যাসহ উল্লিখিত হলে আরো বেশি উপযোগী হতো। অন্যদিকে যে গ্রন্থ একাধিক প্রকাশনা থেকে বেরিয়েছে তার ক্ষেত্রে বার বার বই ও লেখকের নাম লিখে জায়গা দখলের কোন দরকার ছিল না। উদাহরণ হিসেবে –বলি রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র ভুক্তি হয়েছে মোট আটাশটি (সম্ভবত সর্বাধিক) অর্থাৎ আটাশটি প্রকাশনা সংস্থা বাংলাদেশে এ যাবৎ 'শেষের কবিতা' বের করেছে।

মারাত্মক একটি ত্রুটি হয়েছে লেখকক্রমের পর্যায়ে। ডঃ আলী আসগর এবং আলী আসগর (আমরা জানি, একই ব্যক্তি। ভুলের কারণ বর্তমান রচনার শুরুতে উল্লিখিত হয়েছে) এর মতো কতজন যে 'ডঃ' সমস্যায় দু'ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। বানান বিভ্রাটেও এমনটি কম হয়নি। মুস্তাফা নূর–উল ইসলাম এবং মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, মারুফ রায়হান এবং মারুফ রায়হান এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলাদা হয়ে আমাদের মাথা নত হয়েছে। আবুবকর সিদ্দিক এবং আবু বকর সিদ্দিক অথবা একই বানানের আহমদ ছফা যখন দুই প্রান্তে খন্ড–তালিকা নিয়ে অবস্থান করেন তখন লজ্জা লাগে।

সম্পাদনা পরিষদ জানিয়েছেন তিন মাসের মধ্যে এমন কাজ সহজসাধ্য ছিল না। রূঢ় হলেও বলি এমন কাজ এত অল্প সময়ে না করাই উচিত ছিল। যে গ্রন্থ যুগ যুগ গবেষক পাঠকের তথ্যসন্ধানে মূল্যবান আশ্রয় হবে তার এত ত্রুটিপূর্ণ প্রকাশ কি আদৌ উচিত!

সম্প্রতি প্রকাশিত আলোচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে আকিমুন রহমান 'পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে', হাসনাত আবদুল হাই–এর 'একজন আরজ আলী', হাসান আজিজুল হকের 'মা মেয়ের সংসার', অথবা শহীদুল জহীরের 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' বা 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' অথবা আরশাদ আজিজ অনূদিত বার্ট্রান্ড রাসেলের 'শিক্ষা ও সমাজ কাঠামো' (এলোমেলোভাবে কয়েকটি নাম উল্লেখ করলাম মাত্র) ইত্যাদির অন্তর্ভুক্তি না থাকলে এ প্রয়াসের উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন করা যায় বৈকি। আর সহজলভ্য নয় এমন বই? স্বাধীনতা–উত্তরকালের বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা মুক্তধারা থেকে প্রকাশিত 'বাংলা বিশ্বকোষ'–এর নাম এতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪–১৯৭১' এর তিনটি খন্ডের মাত্র ৩য় খন্ডটির নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

(লেখক ঢাকাস্থ পিলখানায় অবস্থিত বাংলাদেশ রাইফেল্স স্কুল ও কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক)